Published on:

16 Jan 2026, 11:12 am

2 min read

এই সময়: অ্যাডমিশন টেস্ট বা প্রবেশিকা পরীক্ষার বিপক্ষেই মত দিল প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশিরভাগ বিভাগ। এ নিয়ে ক্ষুব্ধ প্রেসির বর্তমান ও প্রাক্তন পড়ুয়াদের বড় অংশ। সব বিভাগে অ্যাডমিশন টেস্ট চেয়ে কর্তৃপক্ষের দ্বারস্থ হয়েছেন তাঁরা। মুখ খুলেছেন জহর সরকারের মতো প্রাক্তনীও। তাঁর মতে, এতে প্রতিষ্ঠানের মানের সঙ্গে আপস হবে।

২০১৪–য় অনুরাধা লোহিয়া উপাচার্য হওয়ার পরে অ্যাডমিশন টেস্ট নেওয়া ও ভর্তি প্রক্রিয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয় রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডকে। তখনও এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতায় বিতর্ক বাধে, আন্দোলন হয় ক্যাম্পাসে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ জানিয়েছিলেন, শিক্ষকদের বড় অংশই ক্যাম্পাসে প্রবেশিকার মতো এই বিপুল কর্মকাণ্ডের দায়িত্ব নিতে চান না। তাই তাঁরা জয়েন্ট বোর্ডকে এই দায়িত্ব দিচ্ছেন। কিন্তু নানা মামলার কারণে বর্তমান শিক্ষাবর্ষে জয়েন্টের রেজ়াল্ট বেরোতেই বিস্তর দেরি হয়। যে কারণে সপ্তাহ খানেক আগে প্রেসিডেন্সির অ্যাডমিশন কমিটি সিদ্ধান্ত নেয়, এ বার থেকে তারাই ভর্তি প্রক্রিয়ার দায়িত্ব সামলাবে।

এই পরিস্থিতিতে কোন বিভাগ কী ভাবে পড়ুয়া–ভর্তি করতে চায়, সে সংক্রান্ত মতামত চাওয়া হয় বিভাগগুলির কাছে। সূত্রের খবর, ১৬-১৭টির মধ্যে মাত্র সাতটি ডিপার্টমেন্ট এখনও পর্যন্ত অ্যাডমিশন টেস্টের পক্ষে মত দিয়েছে। ফিজ়িক্স, ইংরেজি, জিওলজি, বাংলা, অঙ্ক, ভূগোলের মতো প্রেসিডেন্সির অন্যতম জনপ্রিয় ও ঐতিহ্যবাহী বিভাগও প্রবেশিকার পক্ষে সায় দেয়নি বলে খবর। তা হলে কোন বিভাগ কী ভাবে ভর্তি নেবে, সে সিদ্ধান্ত ডিপার্টমেন্টগুলিকেই দিয়েছেন কর্তৃপক্ষ। তাঁদের মতে, শিক্ষায় স্বাধিকারের প্রশ্নে বিভাগগুলির এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার রয়েছে।

অ্যাডমিশন কমিটির সদস্য এক বিভাগীয় প্রধান জানান — অর্থনীতি, লাইফ সায়েন্স, স্ট্যাটিস্টিক্স, অ্যাস্ট্রো–ফিজ়িক্স, কেমিস্ট্রি, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, এই সাতটি বিভাগ অ্যাডমিশন টেস্ট চাইছে। বাকিরা প্রবেশিকা পরীক্ষার বিপক্ষে। বাংলা–সহ কয়েকটি ডিপার্টমেন্ট আগে প্রবেশিকার পক্ষে সওয়াল করলেও এখন তারাও বেঁকে বসেছে। জিওলজি, সোশিওলজির যুক্তি, স্কুলস্তরে এই সাবজেক্টগুলি পড়ানো হয় না বলে তারা প্রবেশিকা চায় না। দ্বাদশের মার্কসের ভিত্তিতে ভর্তির পক্ষপাতী এরা। আবার, অ্যাস্ট্রো–ফিজ়িক্স স্কুলে না থাকলেও তারা প্রবেশিকার পক্ষে। বিভাগের বক্তব্য, ‘বোর্ডের পরীক্ষায় এখন প্রচুর নম্বর পায় ছাত্রছাত্রীরা। তাই প্রবেশিকা পরীক্ষাই মেধাবীদের বাছাইয়ের যথাযথ রাস্তা।’

এই পরিস্থিতিতে কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ চেয়ে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ দেখিয়েছে ছাত্র সংগঠন এসএফআই। তাদের মতে, বোর্ডগুলির সিলেবাস, মূল্যায়ন পদ্ধতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে ফারাক রয়েছে। তাই শুধু নম্বরের ভিত্তিতে মেধা যাচাই হলে সবার জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত হবে না। এ ক্ষেত্রে প্রবেশিকা পরীক্ষাই একমাত্র পথ।

প্রাক্তন আমলা তথা প্রেসিডেন্সির প্রাক্তনী জহর সরকারের বক্তব্য, ‘নানা ভাবে প্রতিষ্ঠানের মানের অবনমন হয়েছে। এ বার কার্যত গোল্লায় পাঠানোর পরিকল্পনা হচ্ছে। উচ্চ মাধ্যমিকে বেশি বা কম নম্বর পাওয়াই শেষ কথা নয়। মেধা যাচাইয়ের আরও একটি সুযোগ হলো প্রবেশিকা। সেটাই প্রেসিডেন্সিকে ব্যতিক্রমী করে।’ প্রাক্তনী সংসদের সভাপতি বিভাস চৌধুরীর কথায়, ‘প্রেসিডেন্সির ঐতিহ্যের সঙ্গে প্রবেশিকা পরীক্ষা জড়িত। এটা মেধা যাচাইয়ের উৎকৃষ্ট পথ। কিন্তু তার বিরুদ্ধ মত উঠে আসায় আমাদের খুব খারাপ লেগেছে।’ যদিও আর এক প্রাক্তনী তথা প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষা মমতা রায়ের মতে, ‘ভর্তির জন্য পর্যাপ্ত প্রতিযোগিতা ও ঠিকঠাক পরিকাঠামো থাকলে প্রবেশিকাই সেরা পথ। না হলে বিভাগগুলি নিজেদের মতো সিদ্ধান্ত নিক।’